ভোলা
সন্ন্যাসী
উমা
ফিল্মসের
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত

অসীম সরকার প্রযোজিত উষা ফিল্মসের

ডামল সন্ন্যাসী

৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুক্তিস্নান' অবলম্বনে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **সলিল সেন।** সঙ্গীত-পরিচালনা : **শ্যামল মিত্র।**

চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ ॥ শব্দানুলেখন : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন॥ সঙ্গীত-গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়॥ সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়॥ শিল্পনির্দেশনা : সুনীল সরকার ॥ রূপসজ্জা : নিতাই সরকার, অনাথ মুখার্জী॥ বহির্দৃশ্য-শব্দগ্রহণ : রবীন সেনগুপ্ত নৃত্য-পরিচালনা : শক্তি নাগ। গীতিকার : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার॥ নেপথ্যকণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ব্যবস্থাপনা : অসিত বোস। কর্মসচিব : সন্তোষ দাশগুপ্ত॥ সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই পটশিল্পী : নবকুমার কয়াল॥ পরিচয়-লিপি : দিগেন ষ্টুডিও। স্থির-চিত্র : এড্‌না লরেন্স।

প্রচার : ফণীন্দ্র পাল : প্রচার-শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি। চিত্র-গৃহসজ্জা : অনুপ কর্মকার।

: রূপায়ণে :

উত্তমকুমার, আরতি ভট্টাচার্য্য, ছায়া দেবী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তু মুখার্জী, কমল মিত্র, শেখর চ্যাটার্জী, তরুণ মিত্র, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, রসরাজ চক্রবর্ত্তী, বলরাম রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ লাহিড়ী, অমিত দে, অশোক মিত্র, জীবন গুহ, রামনিবাস ভট্টাচার্য্য, ননী চ্যাটার্জী, অজিত ব্যানার্জী, রাজীব শীল, সমীর মিত্র, শিশির চক্রবর্ত্তী, উদয় ভট্টাচার্য্য, বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী, বিশ্বনাথ বোস, নব দাস, জ্যাম বরুয়া, রতন বোস, বিরাজ দত্ত, সতু মজুমদার, ননী সর্দার, শৈল ঘোষাল, দুলাল সাহা, ভাস্কর সেনগুপ্ত, কল্যাণী মণ্ডল, গীতা কর্মকার, গীতা প্রধান। নৃত্যে : বর্ণালী মিত্র, স্বপ্না চ্যাটার্জী।

: সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : সুজয় কুমার দত্ত, উদয় ভট্টাচার্য্য॥ সঙ্গীত-গ্রহণে : বলরাম বারুই॥ বহিশব্দ-গ্রহণে॥ দুলাল দাস॥ শব্দানুলেখনে : পাঁচুগোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার, রবীন চৌধুরী॥ চিত্রগ্রহণে : পঙ্কজ দাস, স্বপন দত্ত ॥ সঙ্গীত-পরিচালনা : অলোক নাথ দে॥ সম্পাদনায় : সুনীত সাহা॥ শিল্পনির্দেশা : রবি দত্ত॥ রূপসজ্জা : বটু গাঙ্গুলী॥ সাজসজ্জা : কার্ত্তিক লেংকা॥ ব্যবস্থাপনায় : হরি সরকার। আলোক-সম্পাতে : দুখীরাম সরকার, ব্রজেন দাস, অনিল পাল, সতীশ হালদার, মঙ্গল সিং, বেণুধর বিশাল, মধু, গোবিন্দ হালদার॥ রসায়নাগারে : অবনী রায় : রবীন ব্যানার্জী, ফণী সরকার, দুলাল সাহা, দিলীপ রায়, তপন বোস, বংশী রায় বীরেন গুহ।

চিত্রগৃহের পুষ্পসজ্জা : গ্লোব নার্শারী (কলেজ ষ্ট্রীট শাখা)

: কৃতজ্ঞতা-স্বীকার :

মোহনলাল গাঙ্গুলী, ভাঙ্গাতুষখালি গ্রামবাসীবৃন্দ। ইউনাইটেড স্পোর্টস্ এম্পোরিয়াম। আশুতোষ দাঁ (বন্দুক বিক্রেতা) বিশ্বভারতীর সৌজন্যে 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) শ্রীপ্রভাত দাশের তত্ত্বাবধানে এন্‌-টি ১নং ষ্টুডিও-এ গৃহীত। শ্রীআর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

পরিবেশনায় : **চণ্ডীমাতা ফিল্মস (প্রাঃ) লিমিটেড।**

কাহিনী

চঞ্চল স্বদেশী আন্দোলনে জেলে গিয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে শোনে —মেডিকেল কলেজ থেকে তার নাম কেটে দিয়েছে। জীবনে সে আর ডাক্তার

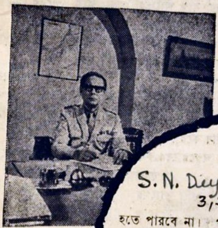

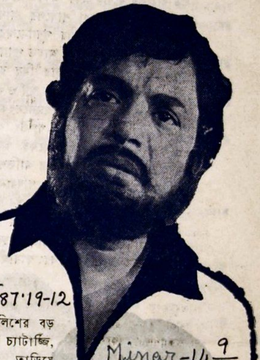

S. N. Dey- 3,587'19-12

হতে পারবে না। পুলিশের বড় চাকুরে বাবা কাশীনাথ চ্যাটার্জ্জি, বাড়ী থেকে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। রাজনৈতিক নেতারা কুণ্ঠিত হলেন তাকে কোথাও নিয়োগ করতে। সততা বজায় রেখে বন্ধুর কাছে ছোট চাকুরী করা সম্ভব হ'ল না।

নিরাশ্রয়, অভুক্ত, অসুস্থ দেহে এক রাত্রে সে পথের ওপর জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়।

মন্মথ তাকে পথ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে তোলে। এই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে, মন্মথর ডাকাত দলে যোগ দেয় চঞ্চল।

তার আদর্শবাদীমন এই ঘৃণ্য পেশায় সায় দিতে পারছিল না। তবু দল ছেড়ে দেবার আগে, শেষ দাঁও হাসিল করে দিতে এসে, বাবার বন্দুকের নিশানা হল

Minar-14 9/77.

চঞ্চল। কিন্তু সেই গুলির আঘাত নিজের বুকে পেতে নিয়ে, চঞ্চলকে প্রাণে বাঁচাল মন্মথ।

মন্মথর মৃত্যুকালে, অঙ্গীকার করে চঞ্চল যে মন্মথর শেষ সম্বল তার মা মনসাকে, নিজের হাতেসে পৌছে দেবে।

পূণ্যানন্দ স্বামী বন্যার্তদের জন্য সাহায্য নিয়ে কলাপী যাচ্ছিলেন। চঞ্চলও চলেছিল মন্মথর গ্রাম কলাপীতে। ট্রেন বদলাবার জন্য জংশনে নেমে উভয়েই শুনলো বন্যায় ট্রেন-লাইন ভেসে যাওয়ায় কলাপীতে ট্রেন যাবে না। সঙ্গে টাকা থাকায় অপরিচিত

চঞ্চলকে সন্দেহ করতে থাকে পূণ্যানন্দ। আর চঞ্চল ও এই সন্দেহের অশ্বস্তি মুক্ত হবার জন্যে সহজভাবে মেলা-মেশা করবার চেষ্টা করে। পূর্ণ্যানন্দ তবু শঙ্কিত হয়ে থাকেন। চঞ্চল ঝড়-বাদলের মধ্যেই একা একা কলাপী গ্রামের পথে এগিয়ে যায়। মন্মথর ছোট ভাই দুখে, চঞ্চলের কাছ থেকে ঐ টাকা জোর করে কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। ঘটনাচক্রে তার মা মনসা-বুড়ীর হাতে ধরা শাবলের আঘাতে দুখে প্রাণ নেয়। মনসা খুনের দায় চঞ্চলের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে নিজের প্রাণ বাঁচাতে চঞ্চল পালায়। পথি মধ্যে মাথায় গাছ ভেঙ্গে পড়ে মৃতপ্রায় পূণ্যানন্দের সঙ্গে নিজের বেশ বদল করে নিয়ে—চঞ্চল অনুসরণকারীদের ধুলো দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু কলাপীর বন্যার্তদের সেবারত তরুণ ডাক্তারের দল—চঞ্চলকে পূণ্যানন্দ ও আহত পূণ্যানন্দকে চঞ্চল মনে করে, নিজেদের ক্যাম্পে নিয়ে আসে।

ত্রাণ কর্মীদের নেত্রী ডাক্তার মিস্ রাত্রি মিত্র, জনৈক 'বড় মহারাজ' বাসুদেবানন্দের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। এবং এদের অপরিচিত পূণ্যানন্দ স্বামী, বাসুদেবানন্দের কাছ থেকেই আসছিলেন, প্রার্থিত অর্থ ও ওষুধ প্রভৃতি সাহায্য নিয়ে। কাজেই সেবাব্রতীরা গেরুয়াধারী চঞ্চলকেই প্রকৃত পূণ্যানন্দ বলে মেনে নিল।

আর চঞ্চলও এক দিকে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে আর্তের সেবা করে তাদের মন জয় করে নিল। অন্যদিকে স্মৃতিভঙ্গ পূণ্যানন্দকে পাখী পড়া পড়িয়ে তারই মুখ দিয়ে সে যে 'চঞ্চল' ও "দুখের খুনী" বলে পরিচয় দিতে শেখাল।

পুলিশের দারোগা পূণ্যানন্দকেই আসামী চঞ্চল বলে সাব্যস্ত করে—স্বামীজীরুপী চঞ্চলের হেপাজতেই অসুস্থ আসামীকে রেখে গেল। চঞ্চল পালাবার বহু চেষ্টা করে। কিন্তু ধর্মপ্রাণ গ্রাম্য ভক্তদের ভক্তির আতিশয্য তাকেও প্রায় নজরবন্দী করে রাখে।

স্মৃতিভঙ্গ পূণ্যানন্দও সুস্থ হয়ে পোষমানা পশুর মত তার পায়ে পায়ে থেকে তার পালাবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

পালাবার জন্য মরীয়া হয়ে তাকে খুন করতে গিয়ে চঞ্চলের মনের পরিবর্তন ঘটে। অসহায় পূণ্যান্দকে সে আঘাত করতে পারেনা। চিরদিনের মত হাতের ছুরি সে ফেলে দেয়।

মনসাকে দিয়ে সত্য কথা বলাবার চেষ্টাও বিফল হয়। পুলিশের দারোগা পূণ্যানন্দকে খুনী আসামী হিসাবে বিচারের জন্য সদরে চালান দেয়। নিরাপরাধ মানুষটিকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা হিসাবে চঞ্চল মনসাকে অনুরোধ করে।

মনসা তাতে রাজী হয় না বরং স্বামীজীর অনুরোধের কথা গ্রামবাসীদের কাছে জানিয়ে দেয়।

স্বেচ্ছাকর্মীরা এই চরম আত্মত্যাগের সঙ্কল্পের খবর "বড় মহারাজ" বাসুদেবানন্দকে ডাকে জানায়।

স্বামীজীরুপী চঞ্চলের গুনমুগ্ধ ভক্তরা মনসার কথা মিথ্যা বলে সন্দেহ করে—'মনসাকেই উত্তক্ত করে তোলে। মনসা তার পড়শীদের বিরুদ্ধে স্বামিজীর কাছে এই অভিযোগেই জানাতে যাচ্ছিল।

চঞ্চল ফিরছিল রাত্রিরসঙ্গে রুগীর পরিচর্য্যা সেরে, নৌকায়। হঠাৎ নৌকা থেকে রাত্রি জলে পড়ে যায়। সাঁতার না জানা ডুবন্ত রাত্রিকে চঞ্চল জল থেকে উদ্ধার করে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দূর থেকে ঘটনাটা দেখে মনসা।

ক্রমে লোকের মুখে মুখে ঘটনাটা কুৎসার রূপ নেয়। এবং চঞ্চলের কানে যায়। তারই দোষে সন্ন্যাসীর চরিত্রে কলঙ্কস্পর্শ করেছে ভেবে রাত্রি ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। নিজের অতীত গোপন রেখে সন্ন্যাসীর পরিচয়ে কারও

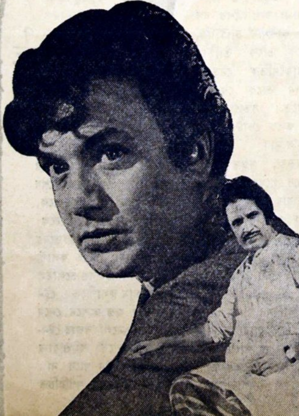
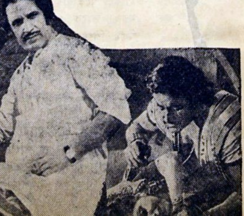

উপকার করতে পারবে না বুঝতে পেরে, চঞ্চল সকলের অজ্ঞাতে, সেই রাত্রে মনসার হাতে মন্মথর টাকা তুলে দেয়—পূণ্যানন্দের প্রাণ বাঁচাতে—কোর্টে এসে আত্মসমর্পণ করে।

ভাগ্য একটি মানুষের জীবন নিয়ে কত বিচিত্র খেলাই খেলতে পারে। দেশের সেবা করতে চেয়েছিল সে, তার শাস্তি শুধু জেল নয় তার ডাক্তারী বিদ্যার মাঝপথে ছেদ টেনে দিল। পিতৃস্নেহ বঞ্চিত, গহবিতাড়িত চঞ্চলের সৎভাবে বাঁচবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

অবশেষে দুর্নীতির পথে সে পা বাড়াল। ডাকাতদের দলে পেল আশ্রয়। কিন্তু বিবেক-দংশনের জ্বালা থেকে তার মুক্তি ছিলনা। ডাকাত-সর্দার মন্মথর মৃত্যুর সঙ্গে তার এই কলঙ্কিত জীবনের হাত থেকে সে মুক্তি পাবে মনে হয়েছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে সে খুনের দায়ে জড়িয়ে পড়ল।

এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশের সুযোগ নিয়ে সে খুনী আসামীর দায় থেকে পরিত্রাণ পেলেও চারিপাশের মানুষের প্রাণঢালা ভক্তি আর ভালবাসা তাকে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যে মনের গভীরে এক ঝড় তুলল। সমস্ত সংশয়, দ্বন্দ্ব দূর করে মুক্তপুরুষ রূপে ছদ্মবেশের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবার প্রেরণা জোগাল—

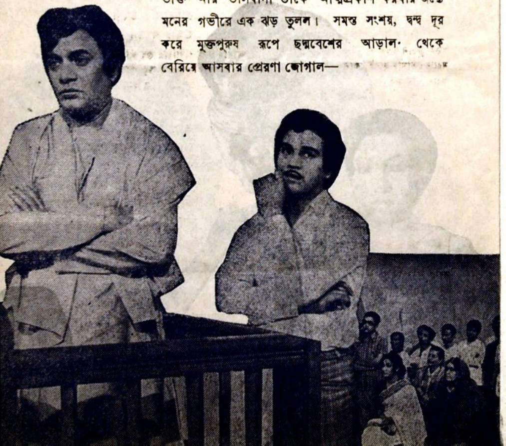

সঙ্গীত

(১)

বাঁচতে যদি রাজি থাকো
জীবনটাকে রাজী রাখোও
বরাত নিয়ে জুয়ো খেলে
লাভ ক্ষতি দুইই মেলে
কালের কথা কালই হবে
আজ আদায় কর আগামটা
বেপরোয়া জীবন ঘোড়ার
কেন আলগা কর লাগামটা
কালের কথা কালই হবে
আদায় কর আগামটা
কেন বেপরোয়া জীবন ঘোড়ার
আলগা কর লাগামটা
বাঁচতে যদি রাজী থাকো
জীবনটাকে বাজী রাখো
নিভতেই হবেই প্রদীপটাকে
যতই এখন জ্বলুক না—
নৌকোটাকে নাও সামলে
যতই তুফান চলুক না
মরতে তোমায় হবেই জেনে
মরণে আর ভয় কি
মরণকে নাও বুকে টেনে
সেটাই বাঁচা নয় কি
বাঁচতে যদি রাজী থাকো
জীবনটাকে বাজী রাখো
চোখে দেখেই মুগ্ধ সবাই
চোখে দেখে মুগ্ধ সবাই
রাখে আসল খবর কে
তাজমহল যে এত সুন্দর
আসলে এক কবর সে
বাঁচতে যদি রাজী থাকো
জীবনটাকে বাজী রাখো
বরাত নিয়ে জুয়ো খেলে
লাভক্ষতি দুইই মেলে
বাঁচতে যদি রাজী থাকো
জীবনটাকে বাজী রাখো।

(২)

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ
হে ভৈরব শক্তি দাও ভক্ত পানে চাহো
সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ
দূর কর মহারুদ্র যাহা মুগ্ধ যাহা ক্ষুদ্র
দূর কর মহারুদ্র যাহা মুগ্ধ যাহা ক্ষুদ্র
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ
হে ভৈরব শক্তি দাও ভক্ত পানে চাহো
সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ
দুঃখের মন্থন বেয়ে গেয়ে উঠিবে হে অমৃত
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যু ভীত
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে নির্ঝরিয়া দলিবেজে
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে নির্ঝরিয়া দলিবেজে
প্রস্তর শৃঙ্খলন মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ
হে ভৈরব শক্তি দাও ভক্ত পাণে চাহো
সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ।

(৩)

আমার নিয়তি আঁধার শুধু আঁধার
ধুলোভরা পথ শুধু যে বিঘ্ন বাধার
আমার নিয়তি আঁধার শুধু আঁধার
শুধু আঁধার
একা যেতে দাও ভুলে যাও ক্ষমা কর
কিছুতো নেবার নেই অধিকার
আমিতো অসহায় বড়
কোন বন্ধনে নয় এ জীবন বাঁধার
আমার নিয়তি আঁধার শুধু আঁধার
এ পথ কোথায় শেষ হবে কে জানে
ঝড় কি কখনো ঘরের শাসন মানে
যে দীপ বাতাসে নেভার আগেই নেভে
করুণ হাতের কিছু করুণায় কেবা তাকে
জ্বেলে দেবে
দু'চোখে আমার সাগরের ঢেউ কাঁদার
আমার নিয়তি আঁধার শুধু আঁধার।

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, লেনিন সরনী, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

উত্তমকুমার·সন্ধ্যা রায়
অনিল·উৎপল
অভিনীত
ঊষা ফিল্মসের রঙীন ছবি

ধনরাজ তামাং

পরিচালনা·**পীযূষ বসু**
কাহিনী·**জরাসন্ধ**
সঙ্গীত·**শ্যামল মিত্র**

26-8-77

চণ্ডীমাতা ফিল্মসের যে সব ছবি আসছে

মাচণ্ডী ফিল্মসের

?

শ্রেষ্ঠাংশে
সুচিত্রা সেন